সাহস *শক্তি* *সক্রিয়তা*

হিন্দু সংহতি

হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে হরিণঘাটা থানায় ৫ই মে গণ ডেপুটেশন

সুধী,

গত এক বৎসর ধরে নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম দুস্কৃতিরা হিন্দুদের ধর্মীয়স্থান, মেলা, মন্দির আক্রমণ, হিন্দু মা-বোনেদের উপর অত্যাচার, শ্লীলতাহানি, প্রশাসনিক উদাসীনতা প্রভৃতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৫ই মে হিন্দু সংহতির পক্ষে ও স্থানীয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সহযোগিতায় হরিণঘাটা থানা ঘেরাও ও ডেপুটেশন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত পাগলাতলা গ্রামে পাগল ঠাকুরের প্রাচীনতম মেলা প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ১৩ই চৈত্র অনুষ্ঠিত হয়। মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই রাজনৈতিক দলের আর্শীবাদধন্য মিত্রপুরের মুসলিম গুন্ডারা তাদের বিচিত্রানুষ্ঠানের জন্য জিজিয়া করের ন্যায় পাগল ঠাকুরের মেলা কমিটির নিকট ১০,০০০্ টাকা দাবী করে। মেলা কমিটি এই টাকা দিতে অস্বীকার করলে মুসলিম গুন্ডারা 'ঠিক সময়ে টাকা আদায়ে'র হুমকি দিতে দিতে চলে যায়। ১৩ই চৈত্র ইংরাজী ২৮ শে মার্চ সন্ধ্যায় যখন মেলা পুরোদমে চলছে, মা-বোনেরা যখন সারিবদ্ধভাবে শিবের মাথায় জল ঢালছে, ঠিক সন্ধ্যা ৭টার সময় মিত্রপুরের সাদেক, মাসুদ ও রবিউল হোসেন মল্লিকের নেতৃত্বে ২০০-২৫০ মুসলিম গুন্ডারা গরুকাটা ভোজালি, পাইপ গান, দা, বোমা ইত্যাদি নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় মেলায় তান্ডব চালায়; মা-বোনের শ্লীলতাহানি করে, শিবমন্দিরের কিছু অংশ ভেঙে দেয়। মন্দিরের কৃষ্ণমূর্তি ভাঙা হয়। মন্দিরের পাশে টিনের চালার নিচে রাখা কালী, গণেশ, মা-মনসা প্রভৃতি মূর্তি গুলি গুঁড়িয়ে দেয়। শিবমন্দিরে রাখা প্রণামীর থালার সমস্ত টাকা লুট করে নেয়। দর্শনার্থী ও দোকানদারদের কাছ থেকে টাকা পয়সা, মোবাইল, ঘড়ি, সোনার চেন ইত্যাদি লুট করে নেয়। দর্শনার্থী ও পূণ্যার্থীদের উপর আক্রমণকারী গুন্ডারা এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। মা-বোনেরা নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পালাতে থাকে। তৃণমূল কংগ্রেসের আশীর্বাদধন্য রবিউল হোসেন ও তার গুণ্ডাদের তাণ্ডবে সুনীল সিংদারের ডান চোখ নষ্ট হওয়ার পথে। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন জগদীশ গোলদার, শংকর সরকার, জয়দেব রায়, সুজয় মণ্ডল, উদ্ভব গোলদার, মানিক গোলদার, পাঁচুগোপাল মণ্ডল ও আরও অনেকে। হামলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও দর্শনার্থীরা থানায় ফোন করলে থানা থেকে বলা হয় থানায় বেশী পুলিশ নেই, গাড়ি নেই, গাড়িতে তেল নেই ইত্যাদি। তাই পুলিশ যেতে পারবে না। ইতিমধ্যে তাণ্ডব চালিয়ে রবিউলের গুণ্ডারা হুমকি দিতে থাকে— পাগল ঠাকুরের মেলাকে মসজিদ করা হবে। পাগলা তলার সব হিন্দুদের মুসলিম করা হবে, এছাড়া অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। মেলা লুট করে যাওয়ার সময় আক্রমণকারী গুণ্ডারা মেলা থেকে ২৬টি সাইকেল, ২০টি প্লাসটিকের চেয়ার ও ৪০টি ডেকরেটরের বাঁশ নিয়ে যায়। ঘটনা ঘটার ৫ ঘণ্টা পর পুলিশ আসে। ঘটনার ভয়াবহতা দেখে ও হিন্দুদের কাছে অভিযোগ শুনে ১০/১২ জন মুসলিমকে গ্রেফতার করে। কিন্তু রাজনৈতিক চাপে পরের দিনই তারা ছাড়া পেয়ে যায়। মুসলিম গুণ্ডাদের দ্বারা ভাঙা মূর্তিগুলি পুলিশ রাতেই থানায় নিয়ে যায় যা এখনও পর্যন্ত ফেরত দেয়নি। উক্ত ঘটনায় অভিযুক্ত রবিউল, সাদেক, মাসুদ সহ গুণ্ডাদের পুলিশ ধরার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

এছাড়া গত কালীপূজার সময় রবিউলের নেতৃত্বে তৃণমূলের নেতা ও জেলা পরিষদ সদস্য বিশ্বজিৎ রায়-এর সহযোগিতায় মুসলিম গুণ্ডারা মিত্রপুর খড়ের মাঠের কালীপূজার প্যাণ্ডেল থেকে জোর পূর্বক মাইক খুলে দেয়।

গত দুর্গাপূজার সময় জলকর ভোমরার বাসিন্দা কার্তিক মণ্ডলের বাড়িতে ৭০-৮০ জন মুসলিম দুষ্কৃতি চড়াও হয়। প্রচণ্ড অত্যাচারের ফলে তার ৭ মাসের গর্ভবতী স্ত্রী প্রার্থনা মণ্ডল অসময়ে বিকৃত অঙ্গ সন্তানের জন্ম দেয়।

কয়েকদিন আগে অর্থাৎ ৮ই এপ্রিল উক্ত থানার অন্তর্গত সিংহা মাঠপাড়া গ্রামের বাসিন্দা গোবিন্দলাল মণ্ডলের স্ত্রী শ্রীমতী নমিতা মণ্ডলের উপর হাঁসে ধান খাওয়ার মিথ্যা অভিযোগে মুসলিম গুণ্ডা কুতুবুদ্দিন, নাজিমুদ্দিন ও তাদের বাবা লতিফ মিঞা আক্রমণ করে এবং প্রচণ্ডভাবে তাকে মারতে থাকে। নমিতাদেবীকে এলোপাথাড়ি মাথায়, নাকে, মুখে কিল, ঘুষি, চড় মারতে থাকে। নমিতা দেবী অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলে গাছের ডাল ভেঙে কুতুবুদ্দিন আবার তার মাথায় প্রচণ্ড বাড়ি মারে। পাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে আসে এবং শ্রীমতী নমিতা দেবীকে প্রথমে হাপানিয়া হাসপাতালে পরে জাগুলিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

এরকম আরও বহু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সংহতির আহ্বানে হরিণঘাটা থানার সমস্ত শান্তিকামী নাগরিকবৃন্দের দ্বারা

আগামী ৫ই মে বেলা ১১টায় হরিণঘাটা থানায় গণ ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

উক্ত গণ ডেপুটেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আপনারা দলে দলে যোগ দিন।

—ঃ আমাদের দাবী ঃ—

১। ১৩ই চৈত্র পাগল ঠাকুরের মেলা আক্রমণকারী সমস্ত মুসলিম গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করে যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

২। মুসলিম গুণ্ডাদের আক্রমণে ভাঙা মূর্তিগুলি ফেরত দিতে হবে এবং মন্দিরের ভাঙা অংশ সারিয়ে দিতে হবে।

৩। মিত্রপুরের মুসলিমদের অবৈধ অস্ত্র কারখানা ভেঙে ফেলতে হবে।

৪। মিত্রপুরের মুসলিম পাড়ায় কুলপি বিক্রয়কারী সে হিন্দু বলা সত্ত্বেও তাকে প্যাণ্ট খুলে পরীক্ষা করা দুস্কৃতিদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

৫। প্রার্থনা মণ্ডলের উপর পাশবিক অত্যাচারকারী মুসলিম দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করা ও শাস্তি দিতে হবে।

হিন্দু সংহতির পক্ষে সভাপতি তপন কুমার ঘোষ কর্তৃক ৫ নং, ভুবন ধর লেন, কলকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত, ফোন ঃ ০৩৩ ২২৫৭ ২৬৮৮